সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ৭
অন্তরের আদব ⁞ ৯
লজ্জার সৌন্দর্য ⁞ ১১
আত্মনিয়ন্ত্রণ ⁞ ১৩
পরিতুষ্টি ⁞ ১৫
আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব ⁞ ১৭
প্রকৃত উন্নতি ⁞ ২০
অহংকারী হোয়ো না ⁞ ২২
জবানের আদব ⁞ ২৫
জবানের কুফল ⁞ ২৭
মুনাফিকের স্বভাব ⁞ ৩০
নেক কাজ ও বদ কাজ ⁞ ৩৩
চোগলখোর ⁞ ৩৬
কুচরিত্রের কুফল ⁞ ৩৯
দুমুখো ⁞ ৪২
কুরআন তাঁর চরিত্র ⁞ ৪৫
অধিকার আদায়ের আদব ⁞ ৪৯
এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার ⁞ ৫১
মায়ের প্রতি সদাচরণ ⁞ ৫৪
সদাচরণের জিহাদ ⁞ ৫৭
প্রতিবেশীর অধিকার ⁞ ৫৯
আত্মীয়তার সম্পর্ক ⁞ ৬১
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে না ⁞ ৬৩
বয়স্কদের সম্মান করা ⁞ ৬৫
দয়ার আদব ⁞ ৬৭
কারও ওপর জুলুম কোরো না ⁞ ৬৯
জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া হারাম ⁞ ৭১
গোপনীয়তা রক্ষা করা ⁞ ৭৪
দয়াবান হও ⁞ ৭৭
কোমল আচরণ ⁞ ৭৯

সামাজিক আচরণনীতি ⁞ ৮১
সালাম ⁞ ৮৩
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ⁞ ৮৫
ভালো কথা বলো ⁞ ৮৮
ইমানি প্রাসাদ ⁞ ৯১
হাত ও জবান সংযত রাখো ⁞ ৯৪
খাবার খাওয়ানো ⁞ ৯৭
ওটা কোরো না ⁞ ৯৯
অনর্থক কাজ পরিত্যাগ করা ⁞ ১০২
ঐক্যবদ্ধ হও, বিচ্ছিন্ন নয় ⁞ ১০৪
বন্ধুত্বের শিষ্টাচার ⁞ ১০৭
সতর্ক হও ⁞ ১০৯
তোমার ভাইকে চিন্তায় ফেলো না ⁞ ১১১
তোমার বন্ধু বাছাই করো ⁞ ১১৩
মুচকি হাসো ⁞ ১১৫
দ্বীন হচ্ছে নাসিহাহ ⁞ ১১৭
ইমান ও তাকওয়া ⁞ ১২০
বিচক্ষণতা ও সৌন্দর্য ⁞ ১২৩
ডান দিক থেকে শুরু ⁞ ১২৫
রবের সন্তুষ্টি ⁞ ১২৭
খাবারের দোষ না ধরি ⁞ ১২৯
এটা সুন্দর নয় ⁞ ১৩১
অহংকারীর মতো পোশাক পোরো না ⁞ ১৩৩
দস্তরখানে ⁞ ১৩৫
সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারীর অনুসরণ ⁞ ১৩৭
দরজায় ⁞ ১৩৯
জাজাকাল্লাহু খাইরান ⁞ ১৪১
সচ্চরিত্র ⁞ ১৪৪
শেষকথা ⁞ ১৪৬

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...وبعد:

সকল প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আখিরি নবির ওপর। হামদ ও সালাতের পর...

আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে এ বইটি লেখার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আসলে এমন একটি বই প্রকাশের বেশ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম আমি। সত্যিকার অর্থে আমি আমার পড়াশুনা ও অবগতি হিসেবে বলছি যে, সহজ শব্দে বর্ণিত সচ্চরিত্র ও আদবের সমৃদ্ধ পরিমাণ বিশুদ্ধ হাদিস দিয়ে সাজানো, অনুধাবন ও মুখস্থ করতে সহজ, হাদিস উল্লেখপূর্বক সহজ ভাষায় তার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন—যেন যেকোনো বয়সের, যেকোনো পর্যায়ের পাঠক তা বুঝতে পারে—এমন প্রাথমিক স্তরকে উদ্দেশ্য করে লিখিত কোনো বই আমি পাইনি।

এ কথা লুকোব না যে, আমি গত ১০ বছর ধরে এমন একটি বইয়ের খোঁজ করছিলাম, যেটা নববি আখলাকের বর্ণনায় সমৃদ্ধ থাকবে। যে বইটা আমাকে আমার ছেলেদের রক্ষা করতে এবং তাদের নববি চরিত্রের ওপর প্রতিপালন করতে সাহায্য করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এমন কোনো বই-ই আমি পাইনি। সহজবোধ্য ভাষায় ছোট কলেবরের এমন একটি বই লেখার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইতস্তত বোধ করছিলাম আমি। এমন বিশেষ ভাষায় লেখা এ অধমের জন্য কষ্টকর ও কঠিনও ছিল বটে। তাই আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে এ কাজটি করতে উৎসাহিত করি। কিন্তু কোনো ফল হলো না। প্রত্যেকে নিজের অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ল।...

এরপর আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। আখলাক-বিষয়ক হাদিসগুলো একত্র করলাম। সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ হাদিসগুলো নির্বাচন করলাম। এরপর দেখলাম, কোন হাদিসগুলো শাব্দিক বিবেচনায় সহজ ও অধিক মর্মধারণকারী। এবং এটাও খেয়াল রাখলাম

যে, যেন সেই হাদিসগুলো মুখস্থ করাও সহজ হয় এবং প্রতিটি হাদিসের মর্ম সহজে বোঝা যায়।

পাঠক যেন পূর্ণ উপকৃত হতে পারে, এ জন্য নির্বাচিত হাদিসগুলো উল্লেখের পাশাপাশি সেগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও সেই সাথে যুক্ত করে দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে এমন বাচনভঙ্গি অবলম্বন করেছি, যা প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু বয়সের ছেলে-মেয়েদের ও মাধ্যমিক পর্যায়ের তরুণ-তরুণীদের জন্য উপযুক্ত হয়। এমনকি এ থেকে অন্যরাও যেন উপকৃত হয়।...যদি আল্লাহ তাআলা চান।...

বইটিকে আমি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি; যেন মুখস্থ করতে আগ্রহীদের জন্য তা কয়েক স্তরে ও কয়েক ধাপে মুখস্থ করতে সহজ হয়।

প্রত্যেক হাদিসের শেষে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে; যেন পাঠক সহজেই হাদিসের প্রয়োগ করতে সক্ষম হন এবং তাদের অন্তরে এর মর্ম গেঁথে যায়।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যিনি বড় থেকে ছোট সব আমল কবুলকারী, তিনি যেন আমার এ আমলকে কবুল করে নেন। এ বইয়ের বদৌলতে আমার জন্য তাঁর সন্তুষ্টির ফয়সালা করেন। আমার জন্য তাঁর নবি ﷺ-এর শাফাআত অবধারিত করে দেন।

যদি আল্লাহ তাআলা এ বইটির প্রসারের মধ্যে মানুষের কল্যাণ দেখেন, তবে যেন তিনি এটির প্রসার ঘটান। তাঁর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এ বইটিকে বিখ্যাত করে দেন। আর যদি তিনি এ বইয়ের মাঝে অন্য কিছু দেখেন, তবে যেন তিনি এটাকে অখ্যাতই রেখে দেন, আর বইয়ের লেখক ও পাঠক উভয়কে ক্ষমা করে দেন।

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد

- আলী জাবির আল-ফিফি
১/৩/১৪৩৯ হিজরি

অন্তরের আদব

হাদিস নং ১

লজ্জার সৌন্দর্য

ইমরান বিন হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

'লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে।'[১]

শব্দার্থ :

শব্দ	অর্থ	বিশ্লেষণ
الْحَيَاءُ	লজ্জা	চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্য মানুষকে ভালো কাজ করতে এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে।

ফিকহুল হাদিস :

লজ্জাশীলতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ। আল্লাহ যার কল্যাণ চান, সে-ই এ উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে পারে। মানুষের এ উত্তম চরিত্র হয়তো তার তবয়ি ও জিবিল্লি হয়ে থাকে,[২] অথবা তাকে চেষ্টা-সাধনা করে তা অর্জন করে নিতে হয়।

লজ্জাশীলতার অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে, এর বদৌলতে চারিত্রিক অন্যান্য উত্তম গুণাবলিও অর্জন করা যায় এবং মন্দ চরিত্র থেকে দূরে থাকা যায়। কারণ, যার

১. সহিহুল বুখারি : ৬১১৭, সহিহ মুসলিম : ৩৭।

২. যে চরিত্র দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার ফলে মানুষ অকৃত্রিমভাবে এটি বজায় রাখে।

লজ্জা থাকে, সে এ লজ্জায় মন্দাচার থেকে দূরে থাকে যে, মানুষ তাকে মন্দ কাজ করতে দেখবে; এবং সে এ লজ্জায় ভালো কাজ ত্যাগ করে না যে, মানুষ তাকে ভালো কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন দেখবে।

বস্তুত সর্বোত্তম লজ্জাশীলতা হচ্ছে, আল্লাহর কাছে লজ্জাবনত হওয়া। আল্লাহ থেকে লজ্জা পাওয়ার স্বরূপ হচ্ছে, মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কে যা আছে, তার ক্ষেত্রে নিজেকে মন্দ থেকে রক্ষা করবে; পেট ও পেটের ভেতর যা আছে, তার ক্ষেত্রে নিজেকে মন্দ থেকে রক্ষা করবে; মৃত্যু ও দুনিয়ার নশ্বরতার কথা স্মরণে রাখবে।... যে ব্যক্তি লজ্জাশীলতাকে নিজ চরিত্রের ভূষণ বানিয়ে নেবে, তার জন্য সৃষ্টিকুলের সামনে লজ্জা বজায় রাখা সহজ হয়ে যাবে।

ফায়দা :

১. হাদিসটি আমাদের সামনে লজ্জাশীলতার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য তুলে ধরেছে। সর্বাবস্থায় লজ্জাশীলতাকে চরিত্রের ভূষণরূপে বজায় রাখার প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছে। তবে আমরা যেন (الحَيَاءُ) ও (الخَجَل)-এর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে নিই। কারণ, (الحَيَاءُ) সব সময় প্রশংসনীয় হলেও (الخَجَل) কখনো কখনো কিছু কিছু জায়গায় নিন্দনীয়।

২. এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, কিছু বৈশিষ্ট্য এমন যে, তা এক অবস্থায় ভালো, আবার অন্য অবস্থায় মন্দও হতে পারে। কিন্তু লজ্জাশীলতা সর্বাবস্থায় ভালো ও উত্তম (তা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে)।

করণীয় :

একাকী ও নির্জন মুহূর্তেও এ কথা মনে রেখো, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। তোমার মাঝে এ উপলব্ধি জাগ্রত থাকলে, তবেই তুমি আল্লাহর প্রতি লজ্জাবনত হতে পারবে।

হাদিস নং ২

আত্মনিয়ন্ত্রণ

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

'(মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে) কুপোকাত করতে পারা ব্যক্তি বাহাদুর নয়; বরং বাহাদুর তো সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'[৩]

শব্দার্থ :

শব্দ	অর্থ	বিশ্লেষণ
الصُّرَعَة	কুপোকাত করা	শব্দটি (الهُمَزَة)-এর ওজনে। কেউ অন্যদের হাতে তুলে আছাড় মেরে তাদের ওপর বিজয়ী হওয়াকে (الصُّرَعَة) বলে।

ফিকহুল হাদিস :

এ হাদিসে নিজের শারীরিক সুগঠন ও শক্তিমত্তা নিয়ে গর্ব করতে, অন্যদের মাথায় তুলে জমিনে আছড়ে মারার শক্তি নিয়ে বড়াই করতে নিষেধ করা হয়েছে। শরীরের সুষম গঠন ও শক্তিমত্তাকে বীরত্ব বলার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত বীরত্ব কী, তা চিনিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে,

৩. সহিহুল বুখারি : ৬১১৪, সহিহ মুসলিম : ২৬০৯।

মুষ্টিযুদ্ধে অন্যকে ধরাশায়ী করতে পারার চেয়েও অধিক বীরত্বের বিষয় হচ্ছে, রাগের সময় সহিষ্ণু হওয়া, ক্রোধান্বিত অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা।

তোমার শক্তিমত্তা দিয়ে অন্যকে ঘায়েল করার চেষ্টা কোরো না। বরং নিজেকে তুমি উত্তম চরিত্রে শোভিত করো। তোমার ধৈর্যশক্তি বাড়িয়ে তোলো। নফসের এমন অনুগামী হয়ো না যে, নফস তোমাকে প্ররোচিত করবে, অমুককে মারো, বন্ধুদের সামনে তাকে পরাজিত করো।... বরং তুমি এমন হাস্যোদ্দীপক নাটুকে অবস্থা থেকে বিরত থাকো। এর বদলে তোমার সঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করে বলো, 'আমরা ভাই-ভাই... সুতরাং আমাদের এ ভ্রাতৃত্বকে সম্মান করা উচিত।

ফায়দা :

১. প্রত্যেক অবস্থাতেই অধিক ভালো ও পবিত্র কিছু করার জায়গা থাকে। সব সময় সেটার খোঁজ করো এবং তা আমলে আনতে সর্বশক্তি ব্যয় করো।

২. এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলোকে মানুষ একরকম মনে করে; কিন্তু ইসলাম সেগুলোকে অন্যভাবে দেখে। তুমি সব সময় সেগুলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে দেখবে, আদর্শের ভিত্তিতে মেপে নেবে। যদি তুমি মানুষের কথা শুনতে যাও, তবে তারা তোমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে।

করণীয় :

যদি তুমি দেখো যে, দুজন ব্যক্তির প্রত্যেকে নিজ জিহ্বার যথেচ্ছ ব্যবহার করছে আর একে অপরের দিকে গায়ের জোর দেখাতে আসছে, তখন তুমি উভয়কে বলে দাও, আত্মনিয়ন্ত্রণ এরচেয়ে বেশি কঠিন। তোমরা তোমাদের তামাশামূলক কর্মকাণ্ডকে (আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণ অবলম্বন করে) বীরের মতো সন্ধি করে বন্ধ করতে পারো।

হাদিস নং ৩

পরিতুষ্টি

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

'যখন তোমাদের কেউ এমন লোকের দিকে তাকায়, যাকে ধন-সম্পদ ও দৈহিক গঠনে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তখন এমন লোকের দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে নিম্ন স্তরে রয়েছে।'[৪]

শব্দার্থ :

শব্দ	অর্থ	বিশ্লেষণ
فُضِّلَ	অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে	আল্লাহ যাকে তোমার চেয়ে বেশি ধনাঢ্যতা বা সৌন্দর্য বা সুস্বাস্থ্য দান করেছেন।

ফিকহুল হাদিস :

মানবজীবন বিভিন্ন দিক থেকে দুঃখ-পরিতাপে ভরা। অমুকের কাছে কয়েকটা গাড়ি, আর তোমার কাছে একটা গাড়িও নেই। অমুকের অত বড় বাড়ি আছে, আর তুমি একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটেরও মালিক নও! যদি তুমি এভাবে তুলনা করতে থাকো, তবে তোমার জীবন সংকীর্ণতা ও দুঃখ-পরিতাপে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু

৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪৯০, সহিহ মুসলিম : ২৯৬৩।

এটা তো বাস্তব আর তোমার মস্তিষ্কে বারবার এটা আসতেই থাকবে। তাহলে সমাধান কী?

প্রিয় নবিজি ﷺ আমাদের সমাধান দিয়ে বলছেন, তোমার চিন্তাকে অন্য দিকে ঘুরাতে হবে।

যদি তোমার ঘর ছোটও হয়, তবে এমনও অনেক মানুষ আছে, যাদের কোনো ঘরই নেই। যদি তোমার গাড়ি নাও থাকে, তবে এমনও অনেক মানুষ আছে, যাদের দুই পা-ই নেই। যদি তোমার কেবল একটা চোখ থাকে, তবে এমনও অনেক মানুষ আছে, যারা একেবারেই দৃষ্টিহীন!...

দুনিয়া দুই জিনিসের পরীক্ষার নাম। এক. কৃতজ্ঞতা আদায়ের পরীক্ষা। দুই. ধৈর্যধারণের পরীক্ষা।... যখন তুমি তোমার চেয়ে উন্নত কাউকে দেখবে, তখন ধৈর্যধারণ করবে। আর তোমার দৃষ্টিকে তোমার চেয়ে নিম্ন স্তরের কারও দিকে ফেরাবে এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।... তখন তুমি দেখবে, তোমার অন্তরের অন্তস্তল থেকেই তুমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে উঠছ।

ফায়দা :

১. নিজ অবস্থার সাথে নিম্ন স্তরের কারও অবস্থার এভাবে তুলনা করে দেখার মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরকে সন্তুষ্টির মাধ্যমে পূর্ণ করতে পারি—আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্যম ও কৃতজ্ঞতায় ভরপুর করতে পারি।

২. মুমিন সর্বদা দুই ইবাদতের মাঝে থাকে—হয়তো সে শোকর করে, নয়তো সবরের অবস্থায় থাকে। তাই বেশি বেশি জিকির করো : (اَلْحَمْدُ لِلّٰه) ও (اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ)।

করণীয় :

এক পাতা কাগজ ও একটা কলম নাও। তোমাকে দেওয়া আল্লাহর যত নিয়ামত এ মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছ, তা লিখতে থাকো। কয়টা লিখেছ? ১০টি? ২০টি? আরও অনেক বেশি? সব কি লিখতে পেরেছ? এবার অগণিত নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করো—বলো, 'আলহামদুলিল্লাহ'।

হাদিস নং ৪

আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'[৫]

শব্দার্থ :

শব্দ	অর্থ	বিশ্লেষণ
لَا يُؤْمِنُ	মুমিন হতে পারবে না	এখানে বলা হয়নি যে, তার ইমানই থাকবে না; বরং বলা হয়েছে, তার ইমান পূর্ণ হবে না।

ফিকহুল হাদিস :

এ হাদিস তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তুমি তোমার ভাইদের জন্য নিজ অন্তরকে প্রশস্ত করে নাও। যার ফলে তুমি তাদের বাদ রেখে উত্তমটা হাতিয়ে নিয়ে তাদের জন্য মন্দটা রাখার প্রতি লোভী হবে না। বরং তুমি যেসব বিশেষ ও নতুন জিনিস নিজের করে নিতে পছন্দ করো, তাদের জন্যও তা পছন্দ করবে।...

৫. সহিহুল বুখারি : ১৩।

তোমার মুসলিম ভাইকে বাদ দিয়ে বিশেষ জিনিসগুলো একচেটিয়াভাবে নিজের জন্য দখল করে নেবে না। এমনটা করলে প্রমাণিত হবে যে, তুমি কেবল নিজেকেই ভালোবাসো আর তুমি তোমার ভাইদের অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো মহৎ গুণের ধারক নও। নিজেকে নিঃস্বার্থতায় অভ্যস্ত করো। তোমার ও তোমার আশপাশের মানুষদের সাথে বিশেষ প্রিয় জিনিসগুলো ভাগ করে নাও। নবিজি ﷺ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এ মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে চরিত্রবান হবে না, তার ইমান পরিপূর্ণ হবে না, তার ইমান অপরিপূর্ণ রয়ে যাবে। তাই তোমার নফস যদিও এক গ্লাস একা খেয়ে ফেলতে বলে অথবা একচেটিয়া সোফা দখল করে রাখা বা আশপাশের মানুষদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের প্রশংসার বুলি আওড়াতে বলে, তুমি এমনটি করে নিজের ইমানের পরিপূর্ণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না।

মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ করে, নিজের ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করার এ চমৎকার বৈশিষ্ট্যটির অতি গুরুত্বের কারণেই নবিজি ﷺ যারা এটির ধারক হবে না, তাদের অপরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী বলেছেন!

তাই আমাদের করণীয় হচ্ছে, এ বিরল ভালোবাসা অনুধাবন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া—যে ভালোবাসা মনে হয় না এ মহান দ্বীন ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর মহব্বতকারী এবং পূর্ণ ইমানের অধিকারী বানিয়ে দিন।

ফায়দা :

১. ইসলাম হিংসাকে হারাম করে দিয়েছে। হিংসা হচ্ছে, কারও কাছে বিশেষ কোনো নিয়ামত দেখে তা তার কাছ থেকে চলে গিয়ে নিজের কাছে আসার কামনা করা। ইসলাম এ ভয়ংকর ব্যাধিকে হারাম করে দিয়ে এর মোকাবিলা করার অস্ত্রও বাতলে দিয়েছে। আর তা হচ্ছে, আমাদের কাছে যেসব নিয়ামত পছন্দনীয়, সেসব নিয়ামত আমাদের ভাইদের কাছে থাকাও পছন্দ করা। যখন তুমি এ গুণের ওপর অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন তুমি হিংসা ভুলে যাবে।

তোমার কাছে তখন হিংসাকে চরম কদর্য-কুৎসিত মনে হবে, যার কাছে-ধারে যাওয়াও তোমার অপছন্দনীয় হবে।

২. এ দ্বীনের মাহাত্ম্য হচ্ছে, এটা আমাদের শেখায় যে, নিজের জন্য যেমন কল্যাণ চাইবে, অন্যের জন্যও তেমনই কল্যাণ চাইবে।

৩. এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, মন্দ আমলের কারণে ইমান কমে। যেমন : একচেটিয়া ভালো জিনিস নিজের জন্য দখল করে রাখার কারণে ইমানের পরিপূর্ণতা বাধাগ্রস্ত হয়। আবার ভালো আমলের মাধ্যমে ইমান পূর্ণতা পায়। যেমন : ভালো জিনিসে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

করণীয় :

নিঃসন্দেহে শীতের দিনে তুমি উষ্ণতার ছোঁয়ায় থাকতে ভালোবাসো। এমন নয় কি? তাহলে কেন তুমি এ হাদিসের অনুসরণে এগিয়ে আসছ না? কেন তুমি তোমার হাতখরচ থেকে কিছু কিছু জমিয়ে একটা লেপ বা কম্বল কিনে তোমার বাবার সাথে গিয়ে কোনো গরিবকে উপহার দিচ্ছ না?

হাদিস নং ৫

প্রকৃত উন্নতি

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উন্নত মর্যাদা দান করেন।'[৬]

শব্দার্থ :

শব্দ	অর্থ	বিশ্লেষণ
التَّوَاضُع	বিনয়ী হওয়া	নিজেকে কোনো মুসলিমের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান বা বিশেষ (ব্যক্তিত্বের) মনে না করা।

ফিকহুল হাদিস :

কিছু লোকের ধারণা হচ্ছে, যখন সে অন্যদের সামনে নিজের বোধবুদ্ধি উত্তম হিসেবে প্রকাশ করতে পারবে, নিজেকে অন্যদের চেয়ে বেশি সুন্দর পোশাকে প্রদর্শন করতে পারবে, অন্যদের চেয়ে নিজেকে বেশি ধনী দেখাতে পারবে— তখন মানুষ তাকে পছন্দ করবে, সে তখন মানুষের কাছে উন্নত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যবান বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তার এমন কাজ তাকে

৬. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮।

মানুষের নিকট অপছন্দনীয় বানিয়ে দেবে, তাকে মানুষের চোখে হীন করে তুলবে।...

প্রকৃত উন্নতি ও মর্যাদা হচ্ছে, বিনয়ী ও নম্র হওয়া। তুমি নিজেকে অপর ভাইয়ের চেয়ে উন্নত মনে না করার মাঝেই রয়েছে তোমার প্রকৃত মর্যাদা। আল্লাহ যদি তোমাকে অপরের ওপর একটা দিক থেকে উন্নত করে থাকেন, তবে তাকে অন্যদিক থেকে অনেকভাবে উন্নত করেছেন। তাই আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকো, পরিতুষ্ট থাকো। যে যেমনই হোক, তাকে ঘৃণা কোরো না। এখানে প্রিয় নবিজি ﷺ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর বান্দাদের প্রতি বিনয়ী হবে, অচিরেই আল্লাহ তাকে মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত করে তাকে মর্যাদায় উন্নত করবেন, আর আখিরাতে তাকে অনেক বড় প্রতিদান ও পুরস্কার দেবেন।

ফায়দা :

১. বিনয় অনেক বড় গুণ। যে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হতে চায়, সে যেন মানুষের সাথে বিনয়ী হয়।

২. অন্যদিকে হাদিসে ইঙ্গিত এসেছে, যে অহংকারী হয়, আল্লাহ তাকে তার মনস্কামনার বিপরীতটা দিয়ে থাকেন। সে যদিও উন্নত মর্যাদা চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজের কাজের মাধ্যমে অধঃপতন ও আল্লাহর ক্রোধই কামাই করে।

করণীয় :

যখন বৃদ্ধ বয়সের কাউকে (রাস্তা পার হতে) দেখবে, তখন তাকে বিনয়ের সাথে রাস্তা পার হতে সাহায্য করবে। যখন তোমার চাইতে ছোট কাউকে দেখবে, তখন এমনটি প্রকাশ করবে না যে, তুমি তার চেয়ে বেশি মেধাবী ও বোধসম্পন্ন; বরং তার সাথে সহজ ভাষায় সুন্দর কথা বলবে।